সংবাদ

তারিখ 11 JUN 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

বিএনপিএসের নিরাপদ স্কুল নিরাপদ সমাজ প্রকল্প

শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও অধিকার সচেতনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করছে

সেবিকা দেবনাথ

কোন ম্যাজিক নয়। গত দুই বছরে মাত্র ২০টা ক্লাস অনেকটা ম্যাজিকের মতোই কাজ করেছে রাজধানীর কয়েকটি স্কুলের অসংখ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে। আত্মরক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এসব শিক্ষার্থী। শুধু তাই নয়, জড়তা ঝেড়ে ফেলে মনের না বলা কথাগুলো ওরা এখন বাবা-মা কিংবা শিক্ষককে জানাতে পারে। বন্ধু, সহপাঠী ও বড়দের প্রতি হয়েছে শ্রদ্ধাশীল।

নারীর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতামূলক এই কাজটি করেছে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের (বিএনপিএস) 'নিরাপদ স্কুল নিরাপদ সমাজ' নামের একটি প্রকল্প। নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইউএন ট্রাস্ট ফান্ডের সহায়তায় বিএনপিএস ক্ষুদ্র পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা ও কুষ্টিয়া জেলার ৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ এবং নির্যাতনমুক্ত একটি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। রাজধানীর ২০টি বিদ্যালয়ে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

তাসবিহা আলম পৃথিবী ও সানজিদা আক্তার রাজধানীর শহীদ নবী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলের খেলাধূলায় দু'জনই বেশ সক্রিয়। সফলতাও কম নয়। স্কুলের হ্যান্ডবল টিমের ক্যাপ্টেন পৃথিবী। সানজিদাও বেশ ভালো খেলে। কাবাডিতেও দু'জনের বেশ সুনাম আছে। 'নিরাপদ স্কুল নিরাপদ সমাজ' প্রকল্পের আওতায় যে আত্মরক্ষামূলক কৌশল (কারাতে অনুশীলন) শেখানো হচ্ছে সেখানেও এই দু'জন বেশ প্রসংশা কুড়িয়েছে। প্রকল্পের অধীনে গত দুই বছরে ২০ দিনের ট্রেনিংয়ে ওরা শুধু নিজেকে রক্ষা করার কৌশলই শেখেনি, শিখেছে কিভাবে অন্যকেও রক্ষা করতে হয়। দু'জনই বলেন, 'আগে রাস্তায় চলাফেরা করতে গিয়ে বেশ জুবুথুবু হয়ে চলতাম। পাশ থেকে কেউ খারাপ মন্তব্য করলেও প্রতিবাদ করার সাহস পেতাম না। এই ট্রেনিং আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে। আগে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের ভয় পেতাম এখন উল্টে ওরাই আমাদের ভয় পায়।' তারা জানান, কারাতে শেখার পর দু'জনই তাদের দুই বান্ধবীকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোকসেদুর রহমান বলেন, 'এটা কোন ম্যাজিক নয়। কিন্তু আবার ম্যাজিকও। আমার বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষার্থী এই কারাতে অনুশীলন করেছে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। শুধু লেখাপড়ায় ভালো হলেই চলবে না। নিজের অধিকার এবং সুরক্ষার বিষয়টিও জানতে হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমার বিদ্যালয়ের মেয়েরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আত্মরক্ষার যে কৌশল শিখেছে তা তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে এধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা আক্তার সোমা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বাবা-মা কিংবা বন্ধুদের সাথে অনেক কথা ভয় বা লজ্জায় বলতে পারতাম না। সব সময় মনে মনে ওইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকতাম। কিন্তু উত্তর পেতামনা। এখন আর নিজের মধ্যে জড়তা কিংবা সংকোচ কাজ করে না। যা জানতে চাই বাবা-মা এমনকি শিক্ষককেও প্রশ্ন করতে পারি। নিজের কথাগুলো তাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। নিজের অধিকার সম্পর্কেও আগে সচেতন ছিলাম না। এখন অনেকটা সচেতন হয়েছি।'

খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জন কুমার রায় জানান, বিএনপিএসের কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের মেয়েদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়েছে। ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতে তাদের সামনে সফল এবং প্রতিষ্ঠিত নারীদের জীবনী পড়ানো হয়। এছাড়া ছাত্রীদের মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে নারী ও শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সম্পর্কেও তাদের ধারণা দেয়া হয়।

ওই কলেজের সহকারী শিক্ষক হাসিনা আক্তার চৌধুরী বিএনপিএস প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মেয়েদের মধ্যে আগে যে জড়তা ছিল তা বলতে গেলে অনেকটাই কেটেছে। আগে তারা যৌন নিপিড়নের বিষয়টি বুঝতো না। এ বিষয়ে এখন ওরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয় বন্ধু কিংবা ভাই-বোনদেরও ওরা এসব বিষয়ে সচেতন করছে।'

খিলগাঁও গভ. কলোনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান রিজন ও তাওহিদুল ইসলাম জানান, বাবা-মা কিংবা শিক্ষকরা অনেক কিছুই খোলামেলাভাবে তাদের কাছে বলতে চাইতেন না। সহপাঠী কিংবা মেয়েদের দেখলে একটা সময় দুষ্টামি করলেও সেই বদঅভ্যাস ছাড়তে সক্ষম হয়েছে ওরা। মেয়েদের সম্মান দিতে শিখেছে। ওরা বুঝেছে সম্মান দিয়েই সম্মান অর্জন করা যায়।

খিলগাঁও গভ. কলোনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক (বাংলা) রেবা রাণী সরকার বলেন, 'শিক্ষকদের মধ্যেও এক ধরণের জড়তা কাজ করে। আমরা অনেক কিছু শিক্ষার্থীদের কাছে এড়িয়ে যাই। একারণে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভাবে ওই বিষয়টি জানার চেষ্টা করে। তখন আমরা তাদের দোষারোপ করি। অথচ আমি দেখেছি ওদের বুঝিয়ে বললে তারা বোঝে। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসতে কিছুটা সংকোচ বোধ করতো। কিন্তু যারা ক্লাস করেছে তারাই পরে তাদের বন্ধুদের ক্লাসে আসতে উৎসাহিত করেছে।'

'নিরাপদ স্কুল নিরাপদ সমাজ' প্রকল্পের প্রোগ্রাম মনিটরিং অফিসার শাহীদা পারভিন জানান, প্রকল্পের শুরুতে পরিচালিত বেজলাইন জরিপে দেখা যায়, অর্ধেকেরও বেশি মেয়ে শিক্ষার্থী তাদের স্কুলকে নিরাপদ মনে করে না। তারা মনে করে, তাদের স্কুল, স্কুলে আসা-যাওয়ার পথ, কোচিং সেন্টার এবং স্কুল সংলগ্ন এলাকাসমূহ তাদের জন্য নিরাপদ নয়। বিএনপিএস স্কুল ও কমিউনিটিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের তথ্যগতভাবে ক্ষমতায়িত করার পাশাপাশি স্কুল ও কমিউনিটিকে সহিংসতা ও নির্যাতনমুক্ত করে নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে নিয়োজিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক ও সমাজসদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের প্রতিনিধিদের বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিএনপিএস নির্বাচিত শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের সক্ষম করে তুলে এবং তাদের সহায়তায় জেন্ডার ও নারী নির্যাতন বিষয়ক বিশেষায়িত পাঠোপকরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই অধিবেশনগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের জেন্ডার সমতা, নারী অধিকার, মানবাধিকার, নারী ও শিশুর প্রতি পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, নির্যাতন সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, আন্তর্জাতিক সনদ প্রভৃতি সম্পর্কে বয়সোপযোগী ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষার কৌশল শিখানো হচ্ছে। চলতি বছরই এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হচ্ছে বলে জানান তিনি।